বাগদাদে এক সন্ধ্যায়

শোভন শামস্

তাইগ্রিস নদী , বাগদাদ

বাগদাদে আমার সাময়িক আশ্রয় হোটেল কান্দিল, ইরাকী ভাষায় ফন্দুক কান্দিল। এটা কারাদা দাখিল রাস্তার পার্শ্বে । হোটেলে এসি ও অন্যান্য সব ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশী শোনাতে রিসেপশনের লোকজন বেশ খুশী , মুসলিম ব্রাদার। একটু একটু ঠান্ডা ছিল আবহাওয়া । সাথে শীতের প্রস্তুতি আছে । বাংলাদেশ থেকে কুয়েত হয়ে ইরাকের হাব্বানিয়া বিমান বন্দরে এসে পৌছাই। সেখান থেকে গাড়ীতে চড়ে বাগদাদ।

একটু ফ্রেস হতে হতে সন্ধা হয়ে গেল। আমরা কয়েকজন বাগদাদের রাস্তায় ঘুরতে বের হলাম। মানুষজন রাস্তায় তেমন নেই । আমাদের আরবী ভাষার জ্ঞান প্রায় শুন্য। মানুষের সাথে ইংরেজীতে কথা বলার চেষ্টা করি। হোটেল কারাদা ইন বা কারাদা দাখেল রাস্তার পাশে। কান্দিল হোটেল বা ফন্দুক কান্দিল থেকে কিছু দুর এগিয়ে গেলেই আলী বাবা স্কোয়ার।

আরব্য উপন্যাসের সেই আলীবাবা চলিশ চোর গল্পের মার্জানার কথা কে না জানে। এখানেই সেই কাহারমানা বা মার্জানার স্থাপনা। ইরাকী স্থপতি মোহাম্মদ গানি এটার স্থপতি। এখানে চললিশটা বড় লোহার পাত্রের উপর মার্জানা দাড়িয়ে আছে। মার্জানার হাতের পাত্র থেকে গরম তেল ঢালার দৃশ্য। এই মনুমেন্টে সেই গরম তেলের বদলে পানির ফোয়ারা নামছে মার্জানার পাত্র থেকে। রাতের বেলা এটা আলোকিত থাকে এবং অপূর্ব আরব্য রজনীর দৃশ্য ফুটে উঠে।

বড় রাস্তায় এসে আমরা খাবারের সন্ধানে বের হলাম । খাবারের দোকানও পেয়ে গেলাম । দুম্বার মাংস দিয়ে সোয়ার্মা , সালাদসহ এক ধরণের লম্বা বনরুটির ভিতর মাংস কেটে ভরে দিচ্ছে । রুটিকে এরা খবুজ বলে । ২৫০ দিনার দাম। এক ডলারে প্রায় ১৮৫০-১৯৫০ ইরাকী দিনার। বাগদাদে এগুলোকে ওরা ছাপানো টাকা বলে। আর কুর্দিস্থানে এক ডলারে পেতাম ২৫ দিনার , এটাকে বলে সুইস মানি, পুরানো ইরাকী টাকা । ইরাক ইরান যুদ্ধের আগে এক দিনার ছিল তিন দশমিক তিন ডলার । হায়রে অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি ! একটা সভ্য, উন্নত ও ধনী জাতি কিভাবে তিলে তিলে অভাব সহ্য করছে এটা তখনকার ইরাকে না গেলে বোঝা যেত না। আমাদেরকে দেখে লোকজন বলল কোন দেশের? জানালাম বাংলাদেশ। ওরা বলে ইন্ডিয়ার কাছে, ভারতীয় বা হিন্ডিয়া । মুসলমান বলাতে বেশ খুশী। স্বাগত জানালো । লম্বা চওড়া মানুষগুলো, মুখে সুখের ছাপ নেই । অসুখী চেহারা নিয়ে জীবন টেনে নিয়ে যাচ্ছে । রাতের খাবারে খেলাম সোয়ার্মা ও খবুজ দিয়ে, সাথে ইরাকী কোকাকোলার মত পানীয়, বেশ মজা, এটার দাম ২০০ দিনার, ভালই লাগল । বিভিন্ন ফ্লেভারের আছে , লেমনটা বেশ

মজার। এরপর ফুটপাত দিয়ে হাটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। ফুটপাতে বই বিক্রি হচ্ছে, ইরাকী বই, আরবী ইংরাজী সব ধরনের । আরবী শিখার একটা বই কিনলাম । বই পড়ার সখ বরাবরের । এবার আরব দেশে এসে আরবী শিখতে ইচ্ছা করল । রাস্তার ফুটপাতে বসে মানুষজন খেলনা, চকলেট,বিস্কিট বিক্রি করছে । আমাদের দেশের মত এত হকার ও ক্রেতা নাই। মানুষ তাদের নিজেদের ঘর এর আসবাব পত্র ও নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্য । অভাবের একটা নগ্ন রুপ দেখলাম । তবে এরা ধৈর্য্য ধরে আছে । মুখে দুঃখের কথা বা অভাব বলে না , দেখে বুঝা যায় ।

বাগদাদের সুখের সময়ের রুপের চমক দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবুও ইরাকে প্রবাস জীবন যাপন কালে যা দেখেছি তাই মোহিত করেছে এই মনকে। একটার পর একটা যুদ্ধ ও অবরোধ না থাকলে এই দেশটা যে কতদুর চলে যেত তা সহজেই বোঝা যায়। রাস্তাগুলো ফ্রান্স ও জার্মান নির্মানকারী প্রতিষ্ঠান গুলো পঞ্চাশ বৎসরের পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী শুরু করেছিল। একতলা দোতলা রাস্তার পর তৃতীয় তলায় এসে কাজ থমকে গেছে। কত আন্ডার পাস ও ফ্লাই ওভার যে আছে বাগদাদ শহরে তা হিসাব করিনি। যুদ্ধ ও সঠিক নেতৃত্বের অভাব, একটা প্রানপ্রাচুর্যে ভরা নগরীকে নীরস দুঃখ জাগানিয়া নগরীতে পরিনত করে। বাগদাদ যেন তারই প্রতিমূর্তি।